ভোরের কাগজ

তারিখ ... ... সাল

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

JAN 14 2002

ঢাকা বইমেলার মেয়াদ মাত্র আর ২ দিন

কাগজ প্রতিবেদক : বিদায় ঘণ্টা বেজে উঠেছে ৮ম ঢাকা বইমেলার। আর মাত্র দুদিন পরেই গুটিয়ে নেওয়া হবে মেলার সমস্ত আয়োজন। ভেঙে ফেলা হবে প্যাভেলিয়ন, স্টল, বিশাল সব প্রবেশ তোরণ ও অনুষ্ঠান মঞ্চ। তরুণ-তরুণীদের সরব আড্ডায় আর মুখর হয়ে উঠবে না প্রাঙ্গণ। ধুলো আর মশার সঙ্গে যুদ্ধ করে বিক্রি হবে না স্টলে স্টলে বই। সেই সঙ্গে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন শুধু প্রচারের জন্য মেলায় অংশ নেওয়া প্রকাশনা সংস্থার প্রকাশকরা। কারণ একদিন মেলা মানেই, লাভের আশায় অঙ্কের খাতায় ক্ষতি গোনা আরো একদিন।

গতকাল ছিল ৮ম ঢাকা বইমেলার ১৩তম দিন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা শুরু হওয়ায় মেলা প্রাঙ্গণ ছিল একেবারেই দর্শক ও ক্রেতাশূন্য। অবশ্য সন্ধ্যার পর কয়েকটি স্টলে কিছু বিক্রিবাট্টা হতে এবং নিয়মিত কিছু দর্শক ও ক্রেতাদের মেলা প্রাঙ্গণে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। তবে নতুন ও সাধারণ কিছু প্রকাশনার জন্য গতকাল ছিল একেবারেই মন্দা বাজার। কোনো কোনো স্টলে কিছুই বিক্রি হয়নি বলে জানিয়েছেন স্টলের বিক্রেতারা। কেউ কেউ সরিয়ে ফেলা শুরু করেছে স্টল থেকে দামী সব বই।

পক্ষকালব্যাপী এই মেলা নিয়ে গতকাল প্রকাশকরা মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, বিক্রির চাইতে প্রচারটাই আমাদের মূল লক্ষ্য। বিশেষ করে বড়ো প্রকাশনাগুলো বিগত দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, এই মেলা করেই বা কি লাভ হয়েছে আমাদের। লাভের কথা চিন্তা করলে আয়োজকরা একটি প্রকাশনাও খুঁজে পাবেন না মেলায় অংশ নেওয়ার জন্য। তবে এই সব প্রকাশকরা ২১ শে বইমেলায় অংশ নেওয়ার জন্য ঢাকা বইমেলাকে একটি বড়ো ও ফলপ্রসূ প্রচারণা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তারা বলেছেন, এই মেলার মধ্য দিয়ে বাংলা একাডেমী বইমেলার একটি প্রস্তুতি শুরু হয় আমাদের।

গতকাল ১৩তম দিনে বইমেলায় বিক্রি কম হলেও মেলায় অংশ নেওয়া আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের স্টলটিতে কিছুটা ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে জেমস রেনেল কর্তৃক ১৭৮০ সালে প্রস্তুতকৃত ঢাকা শহরের ম্যাপ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের মূল কপি, বাংলা ভাষায় লিখিত ১২৪১ বাংলা সালের একটি মোক্তার নামা, তালপাতায় ও তুলট কাগজে লিখিত আঠারো শতকের পুরাতন নথি, ১০০ বছর পূর্বে প্রকাশিত শ্রী রাজকুমার বসুর লিখা কবি কালিদাস, শ্রীযুক্ত টেকচাঁদ ঠাকুরের আলালের ঘরের দুলাল, শ্রী ঠাকুর দাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত শারদীয় সাহিত্য পত্রিকা ও বই।

মেলায় আসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু শিক্ষার্থী গতকাল মেলায় অংশ নেওয়া দুটি প্রকাশনা সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযোগ করেছেন। 'নক্সী কাঁথার মাঠ' নামে পল্লী কবি জসীম উদ্দীনের বইয়ের প্রকাশনীর বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ করে বলেন, কবি জসীম উদ্দীনের বই পুনর্মুদ্রণের নামে তার মূল গ্রন্থের বেশ কিছু অলঙ্করণ ও সাজসজ্জা বদলে ফেলেছেন। ফলে পল্লী কবির রুচি ও মননের সঙ্গে কিছুই মিলছে না। এর মাধ্যমে রুচিশীল পাঠকরাও প্রতারিত হচ্ছেন।

অন্যদিকে, ভারতের স্টলটিতে বই কিনতে আসা ক্রেতারা অভিযোগ দিয়ে বলেন, এখানে বই বিক্রির সময় কোনো ছাড় দেওয়া হয় না। অথচ অন্যান্য স্টলে শতকরা ২০ ভাগ কমে বই বিক্রি হচ্ছে। এ বিষয়ে স্টলটির প্রতিনিধিরা জানান, যেহেতু বইগুলোর জন্য বাংলাদেশ সরকারকে প্রচুর ভ্যাট ও ট্যাক্স দিতে হয়েছে, তাই আমাদের পক্ষে ছাড় দিয়ে বিক্রি করা সম্ভব হচ্ছে না।